22

ভোরের কাগজ

তারিখ 13. OCT. 1998
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

মেধাতালিকা
করেও নাজমার
অন্ধকারে

ফখরে আলম : সূর্য হলো নাজমার ঘড়ি। সে সূর্য দেখে কলেজে যায়। ৬০ টাকার সস্তা দামের কোনো ঘড়িও তার নেই। এবার এইচএসসি পরীক্ষায় যশোর বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত মেধাতালিকায় পঞ্চম ও মেয়েদের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করলেও নাজমা আক্তারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। বাবা দরিদ্র বলে, রিকশাচালক বলে তার স্বপ্ন অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে। যেমন সে কালো বোরখায় ঢেকে রাখে শরীর। বাস্তববাদী নাজমা এ প্রসঙ্গে বলেছে, বোরখা পরে বাইরে বেরুলে কেউ তাকে বলে না, রোজ রোজ এক বোরখা কেন? অন্য পোশাক পড়লে এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। কেননা তার একটি মাত্র পোশাকই সম্বল।

নাজমারা তিন বোনই মেধাবী। স্থানীয় এক কোম্পানির বল পয়েন্ট কলমের খাপ পরিষ্কার করে তিন বোন মিলে মাসে ৩০০ টাকা রোজগার করে। আর বৃদ্ধ বাবার রিকশা চালানোর শ্রমে যে আয় হয় তা দিয়ে আরো কতোটা সম্ভব? এই শঙ্কায় তিন বোন এখন খুপড়ি ঘরের ভিতর কেঁপে কেঁপে ওঠে।

যশোরের হামিদপুর আলহেরা কলেজের ছাত্রী নাজমা আক্তার এসএসসিতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিল। এইচএসসিতে মেধাতালিকায় স্থান করে নিয়ে সে অনেককে অবাক করেছে। সরেজমিনে নাজমার খবর নেওয়ার জন্য শহরের পাশের বালিয়াডাঙা গ্রামে তাদের বাড়ি গিয়ে দেখা গেলো নাজমা কালো বোরখা পরে কলমের খাপ পরিষ্কার করছে। বাড়ির জায়গা তাদের নিজের নয়। বালিয়াডাঙা প্রাইমারি স্কুল কর্তৃপক্ষ স্কুলের পাশে তাদের থাকার জন্য একটি ঘর তুলতে দিয়েছে। চাচের বেড়া দেওয়া ছোট একটি ঘর। এই ঘরেই ৬৫ বছর বয়সের বৃদ্ধ বাবা রিকশাচালক তাইছল ইসলাম, মা, তিন বসবাস করে। বড়ো বোন সালমা স্থানীয় এম এম ইংরেজিতে অনার্স পড়ে। ছে এবার ম্যাট্রিক দেবে। সবচেয়ে ছো ক্লাস সিক্সের ছাত্র। বসতে দেওয়ার তাদের বাড়িতে কোনো আয়োজন নেই।

নাজমা বললো, কলেজের শিক্ষকদে সহযোগিতায় সে ভালো ফল করতে পেরেছে। তাছাড়া দুজন শিক্ষক মৃণালকান্তি ও আজিজুর রহমান কয়েক মাস তাকে ফ্রি পড়িয়েছেন। বইপত্র কিনতে পারেনি। স্যাররা দিয়েছেন। তারা তিন বোন ইকোনো কোম্পানির বল পেনের মুখ পরিষ্কার করে। ১ বস্তা পরিষ্কার করলে পায় ২৪ টাকা। এভাবেই মাসে ৩০০ টাকা আয় হয়। এ টাকা দিয়ে খাতা কলম কেনে। কোথায় ভর্তি হবে তা সে জানে না। লেখাপড়া শেখার মতো তাদের আর্থিক কোনো সঙ্গতি নেই। নাজমা এই চিন্তায় ছোট হয়ে যাচ্ছে।

নাজমার বড়ো বোন সালমাও মেধাবী। ভর্তি পরীক্ষায় চার জায়গায় পরীক্ষা দিয়ে চার জায়গাতেই প্রথম হয়েছিল। শেষে যশোর এম এম কলেজে ইংরেজি অনার্সে ভর্তি হয়েছে। সালমাও বোরখায় শরীর ঢেকে রাখে। সে বললো, পোশাক নেই। তাই এই কৌশল নিয়েছি। সালমা প্রতিদিন ২ মাইল পথ পায়ে হেঁটে কলেজে যাতায়াত করে। বাড়ি এসে খাপ পরিষ্কার করে। আশপাশে লেখাপড়ার পরিবেশ নেই। ছাত্রছাত্রী থাকলে তাদেরকে লেখাপড়া শিখিয়ে বাড়তি আয় করার চেষ্টা চালাতো। তা সম্ভব নয়। এ কারণে তাদের আগামী দিনগুলো এখন অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছে। দরিদ্র বৃদ্ধ পিতা রিকশার প্যাডেল চালিয়েও এই পরিবারটিকে আর বিদ্যার আলোয় আলোকিত করে রাখতে পারছেন না।